সার-সংক্ষেপ

পটভূমি

বাংলাদেশ সরকার ওয়েস্টার্ন ইকোনোমিক কোরিডোর এন্ড রিজিওনাল এনহেন্সমেন্ট প্রোগ্রাম (উইকেয়ার)-এর প্রস্তুতি এবং বাস্তবায়নের জন্য প্রধান বাস্তবায়ন সংস্থা হিসাবে সড়ক ও জনপথ বিভাগ (আরএইচডি) এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ (এলজিইডি)-এর সঙ্গে সহযোগিতার জন্য অর্থ মন্ত্রনালয়ের (এমওএফ) মাধ্যমে বিশ্বব্যাংককে (ডব্লিউবি) অনুরোধ করেছে। যশোর-ঝিনাইদহ-বনপাড়া হাটিকুমরুল করিডোর এবং ভোমরা-সাতক্ষীরা-নাভারন পশ্চিমাঞ্চলীয় করিডোরের প্রায় ২৬০ কিলোমিটার পশ্চিমাঞ্চলীয় আঞ্চলিক সড়ক প্রশস্তকরণ ও যানচলাচল সুরক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন বাস্তবায়ন করবে আরএইচডি। এলজিইডি পশ্চিমাঞ্চলের ১০টি জেলায় অগ্রাধিকার পল্লী সড়ক ও বাজারের অবকাঠামো নির্মাণ, পুনর্বাসন এবং উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে। এই মুহূর্তে সড়ক এবং বাজারের অবকাঠামোগুলোর সঠিক অবস্থান জানা যায়নি। প্রকল্পটি পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং এর বাস্তবায়ন কাল ১০ থেকে ১২ বছর হতে পারে। এই প্রকল্পটি মোট তিনটি ধাপে বাস্তবায়িত হবে। সড়ক পরিবহনখাত আধুনিকীকরণের হস্তক্ষেপ এই প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে সামগ্রিক কর্মসূচির মতো একই উপাদান কাঠামো অনুসরণ করা হবে এবং করিডোরের এই অংশে যশোর থেকে ঝিনাইদহ (৪৮ কিমি) এবং এর সাথে সংযুক্ত ফিডার সড়ক এবং গ্রামীণ বাজারের অবকাঠামো এবং জাতীয় সড়কগুলোর আপগ্রেডেশনে অর্থায়ন করা হবে।

প্রকল্পটি একটি অর্থনৈতিক করিডোর হিসাবে পরিকল্পনা করা হয়েছে, সুতরাং এটি অবকাঠামোগত মূল অবকাঠামোতে বসবাসকারী কমিউনিটির জন্য ফলিত অর্থনৈতিক সুবিধাগুলোর উপর দৃঢ়ভাবে মনোনিবেশ করার প্রত্যাশা করা হচ্ছে। করিডোর বিকাশের জন্য নেটওয়ার্ক পদ্ধতির ব্যবহার করে এটি সম্পন্ন করা হবে- করিডোরের

সামগ্রিক অংশ হিসাবে জেলাগুলোতে মূল অবকাঠামোগত এবং কৌশলগত সহায়ক অবকাঠামোতে বিনিয়োগের উপযুক্ত সংমিশ্রণ বিকাশ করা হবে। এ লক্ষ্যে সরকার আদি এবং খাঁটি গ্রামীণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং জীববৈচিত্র বজায় রেখে বাজার, স্বাস্থ্য ও শিক্ষাসহ বিভিন্ন সুযোগসুবিধাদি সম্বলিত কয়েকটি পরিষেবা প্রদানের ধারণা নিয়ে সারাদেশে কয়েকটি গ্রোথ সেন্টার গড়ে তোলার ব্যাপারে নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পল্লী রূপান্তরের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে গ্রামাঞ্চলগুলোকে গড়ে তোলা এবং গ্রাম থেকে নগরমুখী অভিবাসন হ্রাস করে তা গ্রামমুখী করার লক্ষ্যে এলজিইডি কিছু জেলায় এই নতুন কৌশলগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, এই জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যদিও এর কোনটি প্রস্তাবিত উইকেয়ার প্রকল্প এলকায় নেই।

উইকেয়ার কর্মসূচির বিবরণ

প্রকল্প উন্নয়নের লক্ষ্যগুলো (পিডিও) হলো বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চলীয় পরিবহন করিডোর বরাবর কানেক্টিভিটি এবং গ্রামীণ লজিস্টিকস-এর উন্নয়ন এবং সড়ক খাতের ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ।

কর্মসূচির মধ্যে যে ১০টি জেলা অন্তর্ভূক্ত থাকবে সেগুলো হলো- যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা, সাতক্ষীরা, কুষ্টিয়া, পাবনা, নাটোর, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর ও সিরাজগঞ্জ। তবে, বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে প্রথম ধাপে কেবলমাত্র যশোর-ঝিনাইদহ অংশে আরওডব্লিউ অন্তর্ভুক্ত থাকবে এবং এটি গ্রামীণ সড়ক ও জিসি-গুলোকে যুক্ত করবে।

উইকেয়ার প্রকল্পে নিম্নলিখিত পাঁচটি (৫) উপাদান থাকবে:

কম্পোনেন্ট ১ - জাতীয় মহসড়ক করিডোর উন্নয়ন এবং ডিজিটাল কানেকটিভিটি বাড়ানো: এটি আরএইচডি বাস্তবায়ন করবে। এই কার্যক্রমের মধ্যে নিম্নলিখিত জাতীয় এবং আঞ্চলিক মহাসড়কের ২৬০ কিলোমিটার উন্নীতকরণ অন্তর্ভুক্ত থাকবে: (১) ভোমরা-সাতক্ষীরা-নাভারন; (২) যশোর- ঝিনাইদহ; এবং (৩) ঝিনাইদহ-বনপাড়া-হাটিকামরুল। এর মধ্যে থাকবে বিদ্যমান দুই লেনের সড়ককে চার লেনে উন্নীতকরণ। মূল মহসড়কের উভয় পাশে ধীর গতির যানবাহন চলাচলের (এসএমভিটি) জন্য পৃথক লেন চালু করা হবে। এই কম্পোনেন্টটি সড়ক করিডোরের পাশে অপটিক্যাল ফাইবার কেবল (ইউএফসি)/ইউটিলিটি ডাক্ট স্থাপনের জন্যও অর্থ জোগান দেবে। বহুমুখী পদ্ধতির এই প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে ৪৮ কিলোমিটার যশোর-ঝিনাইদহ সড়কের উন্নয়নে সহায়তা করা হবে।

কম্পোনেন্ট ২ - গ্রামীণ সড়কগুলোর উন্নয়ন করা এবং ডিজিটাল সংযোগ বাড়ানো: এই কম্পোনেন্টটি এলজিইডি বাস্তবায়ন করবে। এই কার্যক্রমে প্রাথমিকভাবে উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কগুলোর উন্নয়নের দিকে নজর দেবে, যে সড়কগুলো করিডোর, স্কুল, স্বাস্থ্য সুবিধা, এবং স্থানীয় বাজার এবং সংগ্রহ কেন্দ্রগুলোর সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে করিডোর কর্মসূচির বাজারগুলো এবং আশেপাশের এলকার সঙ্গে যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে মূল্যায়নের আলোকে সড়কগুলো নির্বাচনে সহয়ায়তা করা হবে যা প্রকল্পের প্রস্তুতির সময় হাতে নেওয়া হবে। এছাড়াও, কম্পোনেন্টটি নির্বাচিত উপজেলা সড়কগুলোর অপটিক্যাল ফাইবার কেবলের ডাক্ট-এর জন্য অর্থায়ন করবে।

কম্পোনেন্ট ৩ - পরিপূরক লজিস্টিক অবকাঠামো এবং পরিষেবার বিকাশ: এই কম্পোনেন্টটি কমিউনিটি বাজার কাঠামো (মহিলাদের অংশগ্রহনের আলোকে) তাজা উৎপাদনের (ফলমূল, শাকসবজি, দুগ্ধ এবং হাঁস-মুরগি) বিকাশ ঘটনোর লক্ষে এলজিইডির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে। এই কম্পোনেন্টটি তাজা উৎপাদনের জন্য (ফুল, ফল, শাকসব্জী, দুগ্ধ এবং মুরগি) কমিউনিটি বাজার কাঠামোগুলো (মহিলাদের অংশগ্রহনের আলোকে) সহপরিপূরক সরবরাহের অবকাঠামোগত উন্নয়নের অর্থায়ন করবে।

কম্পোনেন্ট ৪ - সড়ক খাত ব্যবস্থাপনা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নতকরণ: চলমান প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার (আরএইচডি এবং এলজিইডি উভয়) পর্যালোচনাসহ নীতি, নিয়ন্ত্রণকারী, প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপারেশন স্তরের ফাঁকগুলি চিহ্নিত করার জন্য একটি বিস্তৃত ক্ষেত্র নির্ণয়ের ভিত্তিতে এডিবি এবং জাইকার অর্থায়িত প্রকল্পগুলোর অংশ হিসেবে বিস্তৃত এই এই কম্পোনেন্টটি তৈরি করা হবে; এই উচ্চাভিলাষী সংস্কার অনুশীলনের সাব-কম্পোনেন্ট হিসাবে টেকসই টিএ'র ধারাবাহিকতায় জিওবি'র নিজস্ব প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারে যেতে হবে।

কম্পোনেন্ট ৫- আকস্মিক জরুরি সাড়াদান : এই কম্পোনেন্টটি দুর্যোগ প্রতিরোধ ও প্রস্তুতি সম্পর্কিত ডব্লিউবি'র পদ্ধতিগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জরুরি পরিস্থিতিতে কার্যকরভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতে জিওবি'র দক্ষতার উন্নয়ন ঘটাবে। প্রকৃত সংকট বা জরুরি অবস্থার পরে, প্রাপক জরুরি প্রতিক্রিয়া এবং পুনর্গঠনে সহায়তা করার জন্য প্রকল্পের তহবিল পুনরায় বরাদ্দ করার জন্য ব্যাংককে অনুরোধ করতে পারে। এই কম্পোনেন্টটি জরুরি সাড়া প্রদান কভার করতে অন্য প্রকল্পের কম্পোনেন্ট থেকে নেবে।

উপরের প্রথম ধাপের আলোকে আমি অন্তর্ভুক্ত করব-

যশোরের ঝিনাইদহ করিডোরে (আরএইচডি) ৪৮ কিলোমিটার উন্নয়ন

ফিডার সড়কগুলোর উন্নয়ন ও পুনর্বাসন (সম্ভাব্যতার পরে দৈর্ঘ্য নির্ধারণ করা হবে) (এলজিইডি)

পরিপূরক আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোগত উন্নয়ন, উদাহরণ হিসেবে- বাজারের অবকাঠামো এবং লজিস্টিকস (এলজিইডি)

সেক্টরাল এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারে সমর্থন এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা (আরএইচডি এবং এলজিইডি)

জরুরি সাড়াদান (আরএইচডি এবং এলজিইডি)

উপ-প্রকল্পের ধরণ (টাইপোলজি)-এলজিইডি কম্পোনেন্ট

এলজিইডি সাব-প্রজেক্টের ধরনের (টাইপোলজি) মধ্যে রয়েছেঃ

কার্যক্রমের (প্রোগ্রাম) জেলাগুলোতে (যশোর, ঝিনাইদহ, সাতক্ষীরা, মাগুরা, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, পাবনা, মেহেরপুর, নাটোর এবং সিরাজগঞ্জ) সম্ভাবনময় গ্রোথ সেন্টারসমূহ, বাজার এবং ঘাটের উন্নয়ন এবং আধুনিকীকরণ

মূল সড়ক হিসেবে এলজিইডি'র ফিডার সড়কগুলোর উন্নতকরণ, প্রশস্থকরণ এবং ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি;

মূল সড়কের (কোর রোড) সঙ্গে সংযুক্ত সড়ক সারিবদ্ধ ভাবে গ্রাম/কৃষিজমি/সংলগ্ন জমির উন্নয়ন;

সম্ভাব্য সর্বোত্তম কানেক্টিভিটির সঙ্গে রেলস্টেশনগুলোকে সমন্বিতকরণ সড়ক যোগাযোগ নেটওয়র্কের সঙ্গে সংযুক্ত করণ;

প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক অঞ্চলের সঙ্গে নতুন এবং সম্ভাব্য সংযোগের উন্নয়ন;

নদীবন্দর/নৌ রুট, মাল্টিমোডাল ট্রান্সপোর্ট-এর সঙ্গে সমন্বিত সড়ক;

পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোর সঙ্গে বাজারের বরাবর সংযুক্ত রাস্তার উন্নয়ন বা নির্মাণ এবং উন্নয়নের জন্য প্রস্তাবিত শ্রেণীবিন্যাশ করণের কাছাকাছি কালেকশন হাব বা কালেকশন কেন্দ্রের উন্নয়ন। এই হাব বা কালেকশন কেন্দ্র ফসল কাটার পরের ক্ষতি হ্রাস করবে এবং কার্যকর মূল্য শৃঙ্খলা নিশ্চিত করবে;

প্রস্তাবিত শ্রেণীবিন্যাশ করণের সঙ্গে স্থাপিত "ফাইবার অপটিক ক্যাবল" খোদাই করা হবে;

বাজার, ব্রিজ অ্যাপ্রোচ, রোড ডিভাইডার এবং অন্যান্য স্থানগুলোতে প্রকৃতিক দৃশ্য নির্মাণ;

সড়ক সুরক্ষা অবকাঠামো নির্মাণ

সৌর চালিত স্বয়ংক্রীয় রেল ক্রসিং;

আরএইচডি কম্পোন্টেটির জন্য ইএসআইএ পৃথকভাবে প্রস্তুত করা হবে, পক্ষান্তরে এই পরিবেশগত এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো (ইএসএমএফ) এলজিইডি কম্পোনেন্টটি কভার করবে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন পর্যায়ে ২ এবং ৩ অংশের অধীনে এলজিইডি হস্তক্ষেক্ষপের সংখ্যা, ধরন এবং অবস্থানগুলোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। যে কোনও ছোট অবকাঠামোগত সুবিধাভোগী গোষ্ঠী এবং সাইটগুলোর বাস্তবায়ন স্তরে পরিচিত হবে এবং তাই, সাইটগুলোর সুনির্দিষ্ট পরিবেশগত এবং সামাজিক সমস্যা এবং প্রভাব সনাক্তকরণের জন্য এবং প্রস্তুতি পর্যায়ে প্রশমিতকরণের জন্য নির্দিষ্ট করা যায়নি। এলজিইডি প্রকল্পের হস্তক্ষেপের জন্য সাইটগুলি স্ক্রিন করবে এবং সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি এবং প্রভাবগুলো সনাক্ত করবে এবং প্রশমিতকরণ ব্যবস্থার পাশাপাশি কোনও সামাজিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য বাস্তবায়নের পর্যায়ে লক্ষ্যভিত্তিক সুবিধাভোগী ব্যক্তিদের প্রস্তাব করবে। সুতরাং, পরিবেশগত ও সামাজিক প্রস্তুতি এবং ব্যবস্থাপনার জন্য পদ্ধতিগত দিকনির্দেশনার প্রয়োজন রয়েছে। তাই, এলজিইডি বাস্তবায়ন পর্যায়ে দিকনির্দেশনার জন্য ই এস এম প্রস্তুত করেছে।

ইএসএমএফ এর পর্যলোচনা

এলজিইডি নেতৃত্বাধীন কার্যক্রমের (কম্পোনেন্ট ২ এবং ৩) পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি এবং প্রভাব মূল্যায়ন করার জন্য এবং কোনও পরিকল্পনা বাস্তবায়নসহ বাস্তবায়ন পর্যায়ে উপ-প্রকল্পগুলোর জন্য নির্দিষ্ট মূল্যায়ন এবং পরিকল্পনার প্রস্তুতির জন্য গাইডেন্স প্রদান করতে এই ইএসএমএফ-এর প্রয়োজন রয়েছে। উইকেয়ার-এর কর্মসূচি গঠন, ডিজাইন, বাস্তবায়ন এবং পর্যবেক্ষণের সময় ব্যবহারিক সরঞ্জাম হিসাবে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যেই অভিপ্রেত এসএমএফ । প্রকল্পের পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নে পরিবেশ ও সামাজিক সমন্বিতকরণ নিশ্চিতকরণের জন্য প্রকল্প প্রস্তুতি এবং বাস্তবায়নের সময় এই নথিটি অনুসরণ করা হবে।

বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে এলজিইডি সেকেন্ড রুর‍্যাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (আরটিআইপি২) এবং প্রোগ্রাম ফর দ্য রেজাল্টস রুর‍্যাল রোডস এন্ড ব্রিজেস'সহ পল্লী সড়ক ও সেতু, পল্লী নৌপথ এবং গ্রোথ সেন্টারের বাজারসহ বেশ কয়েকটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। ব্যাংকের সক্রিয় ক্লায়েন্ট হিসাবে, এলজিইডি ই এন্ড এস ঝুঁকি এবং বিশ্বব্যাংকের ইএসএফ প্রয়োজনীয়তা অনুসারে প্রকল্পগুলোর প্রভাব মোকাবেলা করতে বেশ কয়েকটি পরিবেশগত ও সামাজিক দলিল তৈরি করেছে।

আরটিআইপি ১ এবং আরটিআইপি ২ এর জন্য এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক (ইএমএফ) এবং সোশ্যাল ইমপ্যাক্ট ম্যানেজমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক (এসআইএমএফ) তৈরি করা হয়েছিল, যা আরটিআইপি ২-র জন্য অতিরিক্ত অর্থায়নের প্রক্রিয়া চলাকালীন আপডেট করা হয়েছে। এই কাঠামোগুলো যদিও বিশ্বব্যাংকের পুরানো সুরক্ষার নীতি অনুসরণ করে তৈরি করা হয়েছে, যা আর উইকেয়ার প্রোগ্রামে প্রযোজ্য হবে না। বিশ্ব ব্যাংকের নতুন পরিবেশগত ও সামাজিক কাঠামো (ইএসএফ) উইকেয়ারে প্রয়োগ করা হবে। এই ক্ষেত্রে, বিএসএফের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য এবং এলজিইডির সাথে বিদ্যমান ব্যাংক-অর্থায়িত প্রকল্পের ইএমএফ এবং এসআইএমএফ হালনাগাদ করা হয়েছে। তদুপরি, বিশ্বব্যাংক এই প্রকল্পের আওতায় আরএইচডি এবং এলজিইডি এর সক্ষমতা নির্ধারণ করেছে, যা সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোর ইএসএমএফ-তেও প্রতিফলিত হওয়া প্রয়োজন।

প্রযোজ্য পরিবেশগত এবং সামাজিক মান এবং জিওবি আইন কানুন

উইকেয়ার-এলজিইডি কম্পোনেন্টগুলোর পরিবেশগত মূল্যায়নের জন্য প্রাসঙ্গিক আইনগুলো হ'ল পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (ইসিএ '৯৫) এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ (ইসিআর '৯৭)। পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫-এর ধারা -১২, বাংলাদেশের পরিবেশ সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রণকারী মূল আইনটিতে বলা হয়েছে যে 'বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে মহাপরিচালকের কাছ থেকে পরিবেশগত ছাড়পত্র পাওয়া ছাড়া কোনও শিল্প ইউনিট বা প্রকল্প প্রতিষ্ঠা বা হাতে নেওয়া যাবে না। (পরিবেশ অধিদফতর, ডিওই) এবং 'পরিবেশগত ছাড়পত্র পাওয়ার জন্য অন্যতম কার্যকর পদ্ধতি হলো একটি কার্যকর এবং বিশেষজ্ঞ পরিবেশগত মূল্যায়ন করা। সরকারি স্বত্তার অংশ হিসেবে, এলজিইডি অন্যান্য জিওবি আইন, বিধি বা নির্দেশিকা ছাড়াও এই সমস্ত আইন ও নিয়ম মেনে চলতে বাধ্য।

সামগ্রিকভাবে, প্রস্তাবিত প্রকল্পটির লক্ষ্য হচ্ছে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে গ্রামীণ পরিবেশের ব্যাপক পরিবেশগত উপাদানে হস্তক্ষেপ, উন্নত মানের ছোট ছোট অবকাঠামো পুনর্বাসন/নির্মাণ, সম্ভাব্য গ্রোথ সেন্টার বাজার ও নৌ ঘাটের উন্নয়ন/ আধুনিকীকরণ/ নির্মাণ, 'ফাইবার অপটিক কেবল' স্থাপন এবং গ্রামীণ সড়কগুলো নির্মাণ/ পুনর্বাসনের কাজ যা ডিইও'র ইসিআর '৯৭ এর উপর ভিত্তি করে 'কমলা'-বি ক্যাটাগরির আওতায় পড়তে পারে এবং খুব কম সংখ্যকই হবে 'রেড' ক্যাটাগরির।

ইএসএস ৯ ছাড়া, সমস্ত ইএসএস উইকেয়ার প্রোগামে প্রযোজ্য হবে: আর্থিক মধ্যস্থতাকারী এবং ইন্টারন্যাশনাল ওয়াটার ওয়েজ প্রকল্পগুলোর জন্য বিশ্বব্যাংকের আইনী নীতিমালা (ওপি ৭.৫০); এবং প্রকল্পের বিতর্কিত অঞ্চল (ওপি ৭.৬০)। ইএসএমএফ-এর প্রস্তুতি হিসাবে প্রকল্প এলাকায় কোন আদিবাসীদের খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে, প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় যদি কোনও এসইসি চিহ্নিত করা হয় তবে

উপ-প্রকল্পগুলোতে ইএসএস ৭ প্রযোজ্য হবে এবং আলাদা এসইসিডিপি প্রস্তুত করতে হবে। যদি বিনা খরচে এবং পূর্ব জ্ঞাত অনুমোদনের প্রয়োজন হয় তবে এটি উপ-প্রকল্পগুলোর জন্যও প্রাপ্ত হবে।

উইকেয়ার কার্যক্রমের এনভায়রনমেন্টাল সোশ্যাল রিস্ক ক্লাসিফিকেশন, (ইএসআরসি) (পরিবেশগত এবং সামাজিক ঝুঁকির শ্রেণিবিন্যাস)-এ 'উচ্চ ঝুঁকি' (হাই রিস্ক) হিসাবে শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছে। তবে, এলজিইডি'র উপ-প্রল্পগুলের কোনওটিই 'হাই রিস্ক' এ পড়ার সম্ভাবনা নেই, তাই এলজিইডি কম্পোনেন্টটিকে 'সাবস্টেনশিয়াল রিস্ক' হিসাবে শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছে।

ডাব্লিউবি ইএসএস এবং জিওবি বিধিবিধানগুলোর মধ্যে ফাঁকফোঁকর বিশ্লেষণ

আরএইচডি এবং এলজিইডি-র ইএন্ডএস সামর্থ বিশ্লেষণের অংশ হিসেবে ডাব্লিউবি ইএসএস এবং জিওবি বিধিবিধানগুলোর মধ্যে ফাঁকফোঁকর বিশ্লেষণ পরিচালিত হয়েছে। এই বিশ্লেষণের ফলাফল ইঙ্গিত দেয় যে, বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর জন্য ইএস ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিটি উন্মুক্ত কিন্তু অন্য দেশের ইআইএ পদ্ধতিগুলোর মতো বিশ্বব্যাংকের ইএসএফ-এর ইএস সংক্রান্ত সকল মান পূরণ করে না। ইসিএ/ ইসিআর ইআইএ স্টাডি (বা আইইই) এর ক্ষেত্রও নির্ধারণ করে না, প্রাথমিক মূল্যায়ন/স্ক্রিনিংয়ের মাধ্যমে সুযোগটি নির্ধারণের জন্য ইআইএকে রেখে দেয়। ইআইএ সমীক্ষার কভারেজ ইআইএ টিম বা ডিওই পর্যালোচকদের দক্ষতার উপর নির্ভর করবে। ইআইএ সমীক্ষায় এবং ইএসএমপি গঠনের ক্ষেত্রে প্রতিটি ইএস মান (১-৮ এবং ১০) বিবেচিত হবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। যদিও ইআইএ পরিবেশগত দিকগুলোর দিকে যত ভারী, তত বেশি সামাজিক সমস্যাগুলো মূল্যায়নে সংযুক্ত করা হয়েছে। তদুপরি, সাধারণ পরিস্থিতিতে অনুশীলনে শ্রম পরিচালনার সমস্যাগুলো অন্তর্ভুক্ত নয়। প্রকল্পের নির্দিষ্ট ইএস ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রস্তুতের প্রয়োজনীয়তার জন্য বিধি বিধানের অভাবের সঙ্গে সম্পর্কিত আরেকটি গুরুতর ব্যবধান। উদাহরণ স্বরূপ বহুল পরিচিত খাসজমি অধিগ্রহণ পদ্ধতির জন্য আরএপি প্রস্তুতের প্রয়োজন হয় না। প্রকল্পগুলি তাদের নিজস্ব শ্রম ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি/পরিকল্পনা প্রণয়ন করার প্রয়োজন হয় না। প্রদত্ত ফাঁক ফোকরগুলো এই ইএসএমএফ সবচেয়ে কঠোর মান এবং প্রয়োজনীয়তা অনুসরণ করবে।

পরিবেশগত এবং সামাজিক বেসলাইন শর্ত

গঙ্গা নদীর প্লাবন সমতলভূমিতে অবস্থিত বেশিরভাগ সড়ক এবং প্রাঙ্গণ নিয়ে প্রকল্প এলাকার সাধারণ ভুমিসংস্থান হয়েছে প্লাবনভূমিতে। ভূমি সংস্থানগতভাবে প্রকল্পের ক্লাস্টারগুলো প্রায় সমতল, অনেক নিম্নাঞ্চল, নদনদী বেষ্টিত প্রাকৃতিক খাল নিয়ে গঠিত। প্রকল্পের অঞ্চলে ভৈরব নদী, চিত্রা নদী, বেগবতি নদীসহ একাধিক নদী রয়েছে। প্রকল্পের এলাকা এবং এর আশেপাশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিল এবং খাল রয়েছে। এ ছাড়া প্রকল্প এলাকায় ছোট বড় অসংখ্য পুকুর পাওয়া যায়। প্রকল্প অঞ্চলে

মূলতঃ বৃষ্টিপাত এবং বন্যার পানি জমে জলাধারগুলো নতুন করে ভরে ওঠে। মৌসুমী জলের সারণি উল্লেখযোগ্য হারে নিম্নমুখী হওয়ায় আপাতদৃষ্টিতে প্রকৃত নতুন জল যুক্ত হওয়ার পরিমান এর সম্ভাবনার চেয়ে অনেক কম হচ্ছে। বন্যা সুরক্ষা বাঁধ ভেঙ্গে না গেলে অঞ্চলটি বর্তমানে বন্যার ঝুঁকি মুক্ত। প্রকল্প অঞ্চলটি ঘূর্ণিঝড়ের ঝুঁকির আওতায় পড়ে না। তবে, এর ভৌগলিক অবস্থানের কারণে প্রকল্প এলাকায় বন্যা দেখা দেয় তবে তা ঘন ঘন হয় না।

প্রকল্প এলাকায় বেশ কয়েকটি ছোট-বড় ইটভাটা, একটি রাইস মিল এবং একটি চিনি কল, কিছু হিমায়িত কল-কারখানা রয়েছে। এছাড়াও, প্রকল্প করিডোর বরাবর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ইটভাটা রয়েছে। অতএব, প্রকল্প করিডোরে স্থানীয় ভাবে এবং তুলনামূলকভাবে মাঝারি ধরণের বায়ু দূষণ হয়।

প্রকল্পের সড়ক শ্রেণিবিন্যাশ তিস্তা প্লাবন সমতল ভুমি, প্রধান নদ-নদীসমূহ এবং গঙ্গা প্লাবন সমতল ভূমি জৈব-পরিবেশগত অঞ্চলে অবস্থিত। উন্মুক্ত কৃষিজমি, বসতবাড়ি এবং সড়কের পাশে গাছপালার সমন্বিত এই প্রকল্প অঞ্চলটি। উন্মুক্ত কৃষিজমি জমিতে বন্যা ও বন্যাবিহীন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের জন্য বিস্তৃত আবাসস্থল। গাছপালায় আচ্ছাদিত কৃষিজমিগুলোতে রয়েছে বিভিন্ন ফসলের প্রজাতি, আগাছা এবং অন্যান্য ভেষজ উদ্ভিদ প্রজাতি। উদ্ভিদগুলো বিভিন্ন কৃষিজমি এবং রাস্তার ধারের গুল্ম বাস্তুতন্ত্রের প্রাণীজগতের মধ্যে রয়েছে সাধারণ পাখি, উভচর, মাছ, সাপ ইঁদুর এবং কয়েকটি স্তন্যপায়ী প্রাণী। বসতবাড়ির প্রতিবেশ মূলত প্রকল্প এলাকা সহ বাংলাদেশের গ্রামীণ অঞ্চলে গাছপালায় আচ্ছাদিত করে রাখে। বসতবাড়িগুলো ফল, কাঠ, জ্বালানি কাঠ, ঔষধি গাছ এবং বিভিন্ন প্রজাতির গাছপালা দ্বারা আচ্ছাদিত। বসতবাড়ি প্রতিবশে বন্যপ্রাণী প্রজাতির মধ্যে পাখি, উভচর, সরীসৃপ, তীক্ষ্ণদন্ত এবং স্তন্যপায়ী প্রাণীর মতো রয়েছে বেজি, নেউল, শিয়াল, বিড়াল, বানর ইত্যাদি। কিছু সংবেদনশীল অঞ্চল থাকতে পারে (যেমন স্কুল, মসজিদ, মাদ্রাসা, স্মৃতিসৌধ, কারখানা, এতিমখানা) উপ-প্রকল্প অঞ্চলে, যা বিস্তারিত বেসলাইন সমীক্ষার সময় অনুসন্ধান করা হবে।

মারজত বাওড় ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলা এবং যশোরের চৌগাছা উপজেলাতে অবস্থিত পরিবেশগত দিক থেকে একটি জটিল অঞ্চল, এটি এলজিইডি অংশের প্রকল্প প্রভাবিত অঞ্চলের একমাত্র পরিবেশগত সংবেদনশীল স্থান হিসাবে বিবেচিত হয়। যশোর-ঝিনাইদহ রোড থেকে ৫ কিলোমিটারেরও বেশি দূরে অবস্থিত মারজত বাওড় প্রকল্পের আওতায় আরএইচডি'র দ্বারা আপগ্রেড করা হবে। মারজত বাওড় (আয়তন ৩২৫ হেক্টর) একটি অশ্ব খুরাকৃতির হ্রদ, যা ভৈরব নদীর মূল অংশের সঙ্গে আংশিকভাবে যুক্ত বা যুক্ত নয়, অনেক মাছ এবং বালিহাঁসের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ আবাসস্থল। এই বাওড় থেকে অনেক জেলে জীবিকা নির্বাহ করে। তবে, এলজিইডি উপ-প্রকল্পগুলোর কোনওটি যদি মারজাত এই বাওড়ের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে, তবে এই প্রকল্পের আওতায় সেই প্রকল্পগুলো অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

আরএইচডি ইএসআইএ টিম দ্বারা ২০১৪ সালের অক্টোবরে করা এইচএইচ জরিপে দেখা গেছে যে ৮৩.৩৩ শতাংশ উত্তরদাতারা বলেছেন যে তারা মুসলমান, এবং ১৬..৬৭ শতাংশ হিন্দু বলে জানিয়েছেন। প্রতিটি এইচএইচ এর গড় বয়স আনুমানিক ৩১.১৭ বছর এবং সর্বোচ্চ বয়স ৯৫ বছর। সর্বোচ্চ স্তরের প্রাপ্ত শিক্ষার নিরিখে ১১ শতাংশ মহিলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্পন্ন করেছেন। পুরুষ এবং মহিলা উভয়েরই একটি উচ্চ ড্রপআউটের হার রয়েছে এবং ড্রপআউটের হার মোটামুটি তুলনাযোগ্য (৫৫.৬৭ শতাংশ পুরুষ বনাম ৫৩.৮৯ শতাংশ মহিলা)। জরিপ করা এইচ এইচ-এর গড় উপার্জন ১৯,২২৩ টাকা এবং ২৫ তম এবং ৭৫ তম পার্সেন্টাইলের মান যথাক্রমে ১০,০৫০ এবং ২১,৫০০ টাকা। তবে, এমন ৩৪ জন এইচএইচ রয়েছেন, যাদের গড় মাসিক আয় ৫ হাজার বাংলাদেশী টাকার চেয়ে কম বা সমান এবং এইভাবে তারা দারিদ্র্য সীমার নিচে চলে যায়। পুরুষ এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে আয়ের পরিসংখ্যানকে পৃথক করা হয়েছে, যা ইঙ্গিত দেয় যে, মহিলারা গড়ে পুরুষের চেয়ে তুলনামূলক ভাবে কম আয় করেন (বিডিটি ১৯৫১০)। যদিও, এইচএইচ এর গড় ব্যয় হয় ১৬,৩৪৭ টাকা।

উপ-প্রকল্পগুলোর সম্ভাব্য মূল পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব

বাস্তবায়িত হওয়ার জন্য উইকেয়ার উপ-প্রকল্পগুলোর প্রস্তাবিত প্রকল্প কার্যক্রমের সামগ্রিক প্রভাবের মূল্যায়ন প্রকাশ করে যে মান সম্মত প্রশমিতকরণ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে বেশিরভাগ সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাব হ্রাস বা নিরসন করা যেতে পারে। প্রস্তাবিত প্রকল্প থেকে উপকারী কিছু প্রভাব বাড়ানোরও সুযোগ রয়েছে। মূল পরিবেশ ও সামাজিক পরামিতিগুলোতে এলএসইডি সাব-প্রকল্পগুলোর সম্ভাব্য প্রভাব যা ইএসএমএফ এর অংশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে তা স্ট্যান্ডার্ড মানদন্ড অনুসরণ করে প্রতিটি প্রভাবের তাৎপর্যের ভিত্তিতে ইএস ঝুঁকি বিভাগ অনুসারে তালিকাভুক্ত এবং বিশ্লেষণ করা হয়। উইকেয়ার এলজিইডি'র উপ-প্রকল্পগুলোর ইএসএমএফ এর জন্য এই প্রভাবগুলো আলোচনা এবং প্রশমিত করার দিকনির্দেশসমূহ অন্তর্ভুক্তি করা হয়েছে ।

পরিবেশগত এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

উইকেয়ার এলজিইডি-র উপ-প্রকল্পগুলো নবজাতকৃত ১০ ইএসএসকে অনুসরণ করে প্রকল্প বিকাশের প্রক্রিয়াটি অনুমোদনের জন্য পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনার জন্য একটি কাঠামোগত পদ্ধতির ব্যবহার করবে, যেখানে বাস্তব সম্মতভাবে সম্ভব নেতিবাচক প্রভাবগুলো প্রশমনকরণের ক্রমানুসারে পরিহার, হ্রাস, প্রশমন ও ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে দূর করেব এবং ইতিবাচক প্রভাবগুলো জোরদার করবে । উইকেয়ার প্রোগ্রামের আওতায় প্রস্তাবিত কিছু উপ-প্রকল্পের কর্মের প্রকৃতি এবং সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাবগুলোর কারণে, প্রকল্পটি ইসিআর, ১৯৯৭ শ্রেণিবিন্যাশ অনুসারে 'কমলা বি অথবা রেড' বিভাগের অধীনে চলে আসে এবং বিশ্বব্যাংকের

ইএসএস ১ অনুযায়ী 'সাবস্ট্যানশিয়াল রিস্ক প্রজেক্ট' এর আওতায় পড়ে, যার জন্য উপযুক্ত আইইই, ইএসআইএ এবং পরিবেশগত এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রয়োজন।

উইকেয়ার-এলজিইডি সাব-প্রজেক্টগুলোর জন্য পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব নির্ধারণ এবং পরিচালনা পরিকল্পনার স্তর নির্ধারণের জন্য প্রকল্পের ই এন্ড এস ঝুঁকি এবং প্রভাবগুলো স্ক্রিন করার জন্য পরিবেশগত এবং সামাজিক স্ক্রিনিং অপরিহার্য। স্ক্রিনিং অনুরূপ প্রকল্পের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে স্টেকহোল্ডারের ধারণা এবং বিশেষজ্ঞের রায়, খুব বেশি বিস্তারিত তদন্ত ছাড়াই প্রস্তাবিত প্রকল্পের পরিণতি চিহ্নিত করে। সমালোচনামূলক সমস্যাগুলোও স্ক্রিনিংয়ের মাধ্যমে সনাক্ত করা যায় যার বিশদ তদন্ত প্রয়োজন। স্ক্রিনিং থেকে প্রাপ্ত পরিবেশ ও সামাজিক প্রভাবগুলোর পরিমাণের ভিত্তিতে, আরও পরিবেশ এবং সামাজিক প্রভাব নির্ধারণের জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

ইএসআইএ একটি সু-পরিকল্পিত ও সর্ব-সংলগ্ন যোগাযোগ ও পরামর্শ কৌশলটি ব্যবহার করবে এবং আয়, কর্মসংস্থান, শিক্ষা, বয়স, দক্ষতা এবং অন্যান্য সামাজিক-অর্থনৈতিক দিকের পাশাপাশি অঞ্চলগুলোতে সাংস্কৃতিক ও সম্প্রদায়গত দিক সম্পর্কিত একটি বেসলাইন জরিপ অন্তর্ভুক্ত করবে। এলজিইডি উপ-প্রকল্পগুলির জন্য পৃথক স্টেকহোল্ডারদের প্রবৃদ্ধি পরিকল্পনা (এসইপি) প্রস্তুত করা হয়েছে, যা প্রস্তুতি ও বাস্তবায়নের সময় অনুসরণ করা হবে। মূল্যায়নের জন্য প্রতিটি সাইটের জন্য প্রস্তুত পৃথক পুনর্বাসনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে এবং প্রশমিতকরণের ব্যবস্থাগুলো, বিশেষত জীবিকার কৌশল বিকাশে পিএপি আদমশুমারি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সব অংশীদারদের পরামর্শ মতামতের পাশাপাশি যক্ত করা হবে। এলজিইডি প্রকল্পের দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তি এবং তাদের পরিবার সনাক্তকরণের জন্য একটি সমীক্ষা করবে। মূল্যায়ন শেষ হওয়ার পরে এলজিইডি ক্ষতিগ্রস্থ কমিউনিটির মধ্যে ফলাফলগুলো ছডিয়ে দেবে। মূল্যায়নের ভিত্তিতে, প্রকল্পটি জরিপের সময় চিহ্নিত প্রতিকূল প্রভাব হ্রাস বা কমাতে একটি কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করবে।

পুনর্বাসনের কর্ম পরিকল্পনা (আরএপি) আকারে খসড়া প্রশমন পরিকল্পনা পূনরায় ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি/কমিউনিটির মধ্যে ছডিয়ে দেওয়া হবে। ক্ষতিগ্রস্থ গ্রুপগুলোর কাছ থেকে প্রাপ্ত প্রতিক্রিয়াগুলো আরএপি চূড়ান্ত করার আগে যথাসম্ভব বিশদভাবে যুক্ত করা হবে। যখন ইএসআইএ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী কমিউনিটিগুলো সনাক্ত করে যা ইএসএস ৭ এর মানদন্ড পূরণ করে, তখন এই কমিউনিটির প্রতি যাতে কোনও ক্ষতিকর সামাজিক প্রভাব পড়তে না পারে সে জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং ইএসএস ৭ এর আবশ্যিক শর্ত অনুসরণ করে একটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী উন্নয়ন পরিকল্পনা (এসইসিডিপি) প্রস্তুত করা হবে। যদি বিনা খরচে, পূর্ব ও জ্ঞাত সম্মতির প্রয়োজন হয়, তবে উপ-প্রকল্পগুলি সেই প্রয়োজনীয়তা পূরণ করবে। আরপিএফ এর মধ্যে আরএপি-র পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এবং আর এসইসিডিপিতে এসইসিডিপি প্রস্তুতির জন্য স্ট্যান্ড-এলোন ভলুমে উপস্থাপন করা হয়েছে। তবে

এসইসিডিপি/এসইসিডিএফ বিকাশের জন্য মনোযোগ দেয়ার প্রয়োজন হতে পারে এমন কোন ক্ষুদ্র জাতিগত কমিউনিটি উইকেয়ারের ফেজ-১ অঞ্চলে নেই।

উইকেয়ারের জন্য বিভিন্ন পরিবেশগত এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএসএমপি) প্রস্তুত করা হবে। তবে, প্রকল্প পরিকল্পনা অনুসারে, ইএআইএ এর প্রয়োজনীয় কার্যক্রমগুলো বিভিন্ন সময়ে বাস্তবায়িত হবে এবং তাই, হস্তক্ষেপ শুরুর আগে একাধিক ইএসআইএ'র অনুরূপ ক্রিয়াকলাপগুলো ক্লাস্টারিংয়ের প্রয়োজন হবে।

সব ধরনের পরিবেশগত সমস্যার টেকসই ব্যবস্থাপনার লক্ষে ঠিকাদার/বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোর অনুসরণের জন্য পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার গাইডলাইন এবং অনুশীলনের বিষয়গুলো ইসিওপিগুলোতে রয়েছে। ঠিকাদারকে চুক্তির অংশ হিসাবে এগুলো অনুসরণ করতে হবে এবং সাইট-নির্দিষ্ট পরিচালন পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে এগুলো ব্যবহার করতে হবে। নির্মাণ-পুনর্বাসন ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম থেকে প্রাক-নির্মাণ পর্বের সময় সম্ভাব্য পরিবেশগত প্রভাবগুলো সাইট-নির্দিষ্ট পরিচালন পরিকল্পনা বিকাশের জন্য কাজ শুরু করার আগে চিহ্নিত করতে হবে। প্রথমে বিস্তারিত কার্যক্রম চিহ্নিত করা প্রয়োজন হবে এবং তারপরে কার্যক্রম বা হস্তক্ষেপ নির্ধারণ করতে হবে এবং কোন কাযক্রমের ফলে কি ধরণের সম্ভাব্য প্রভাব পড়তে পারে তা নির্ধারণ করতে হবে। সেই অনুযায়ী খুঁজে বের করা সেরা প্রশমন অনুশীলন বা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে হবে এবং মাঠ পর্যায়ে স্থাপন করতে হবে।

মনিটরিং পরিকল্পনা হল ইএসএমপির মূল উপাদান এবং এই মনিটরিং প্রোগ্রামের মূল উদ্দেশ্য হল ইএসএমপি-র বিভিন্ন ধরণে কাজ বিশেষ করে প্রশমন ব্যবস্থাগুলো কার্যকর পদ্ধতিতে বাস্তবায়িত হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করা এবং পরিবেশের মূল প্যারামিটারগুলোতে প্রোগ্রামের প্রভাব মূল্যায়ন করা। ইএসএমপি বাস্তবায়নের বাহ্যিক এবং স্বতন্ত্র পর্যবেক্ষণ পরিচালনার জন্য এলজিইডি একটি স্বাধীন পরামর্শক সংস্থাকে যুক্ত করবে। বাহ্যিক পর্যবেক্ষণের মূল উদ্দেশ্য হ'ল ইইউ, ডিএসএম, পিএমসি এবং ঠিকাদারগণসহ সব মূল সত্তা ইএসএমপি বাস্তবায়নের জন্য তাদের নির্ধারিত ভূমিকা কার্যকরভাবে এবং পর্যাপ্তভাবে পালন করছে কিনা এবং সব ইএসএমপি প্রয়োজনীয়তা ঠিক সময়মত এবং কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে তা নিশ্চিত করা। পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা এবং পর্যবেক্ষণ পরিকল্পনার কর্মক্ষমতা মূল্যায়নের জন্য, ইএসএমপিতে পারফরম্যান্স সূচকগুলোতে যথাসময়ে কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা/কর্মের প্রস্তাব চিহ্নিত করা হয়েছে। বাস্তবায়ন পর্যায়ে এবং প্রকল্পের পরবর্তী উভয় সময়ের জন্য সূচকগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। ডিএসএম এই সূচকগুলোর বিষয়ে তথ্য সংকলনের জন্য দায়বদ্ধ এবং এলজিইডি-কে প্রতিবেদন জমা দেবে।

এএসএসপি বাস্তবায়নের জন্য মোট ৩.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (১.৯%) সম্ভাব্য ব্যয় ধরা হয়েছে যা আইডিএ'র প্রস্তাবিত মোট প্রকল্প বাজেটের সঙ্গে যোগ করা হবে। প্রস্তাবিত কর্মসূচির জন্য এলজিইডি/এমওএলজিআরডিসি'র ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট

প্রপোজাল (ডিপিপি)/ প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রকল্প প্রস্তাব (টিএপিপি) প্রোগ্রামটির পরিবেশগত পরিবেশগত পরিচালনার জন্য বাজেটসহ ইএসএমপি কার্যক্রমে প্রতিফলিত করতে হবে।

প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা এবং সক্ষমতা বাড়ানোর পরিকল্পনা

ইএসআইএ'র প্রক্রিয়ার পাশাপাশি ইএসএমপি পর্যবেক্ষণে বিভিন্ন লাইন এজেন্সিগুলোর মধ্যে যথেষ্ট সংযোগ এবং সমন্বয় জড়িত। এলজিইডি (পরিবেশগত পরিচালনা ইউনিট) এই প্রক্রিয়াটি সমন্বিত ও পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এলজিইডি'র অধীনে বিপুল সংখ্যক আসন্ন প্রকল্পের জন্য পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন, রিপোর্টিং, পরিচালনা এবং পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়ার জন্য এই সাংগঠনিক সমন্বয়করণ এবং সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এলজিইডি স্থানীয় এনজিওগুলোর সঙ্গে প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্থ সম্প্রদায়ের সাথে তৃণমূল পর্যায়ের কাজের জন্যও যোগাযোগ করবে।

পরিবেশগত স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে, এলজিইডি ইতোমধ্যে একটি সুপারিনটেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ারের নেতৃত্বে একটি পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা ইউনিট (ইএমইউ) প্রতিষ্ঠা করেছে, ইএমইউর কেন্দ্রীয় ব্যক্তিকে আলাদাভাবে কাজ করতে সহায়তা করার জন্য দুটি নির্বাহী প্রকৌশলী ইএমইউর পরিবেশ ও সামাজিক ইউনিটের জন্য দায়বদ্ধ পরিবেশগত এবং সামাজিক বিভাগে। প্রতিটি বিভাগের অধীনে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারদের সহায়তার জন্য দুজন সহকারী প্রকৌশলী নিয়োগ করেছে। এলজিইডি-র প্রকল্পের সব কার্যক্রমে পরিবেশ এবং সামাজিক বিবেচনার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য তারা আনুষ্ঠানিকভাবে দায়বদ্ধ। ইঞ্জিনিয়ারদের সবাইকে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পরিবেশ ও সামাজিক বিষয়ে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এগুলো ছাড়াও এলজিইডি পরিবেশগত ও সামাজিক বিভাগগুলোতে প্রযুক্তিগত সহায়তা, প্রশিক্ষণ এবং সক্ষমতা বাড়নোর জন্য যোগ্য পরামর্শদাতা (পরিবেশ ও সামাজিক বিশেষজ্ঞ)কে অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে।

উইকেয়ার বাস্তবায়ন এলজিইডি-র মধ্যে প্রতিষ্ঠিত প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (পিআইইউ) দ্বারা পরিচালিত হবে। পিআইইউর নেতৃত্বে দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রকল্প পরিচালক (পিডি) থাকবেন। সার্বিক উইকেয়ার ব্যবস্থাপনার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার আরও বিশদটি ইনস্টিটিউশনাল অ্যারেঞ্জমেন্ট ভলিউমের আওতায় উইকেয়ার, প্রথম ধাপের জন্য নির্দিষ্ট আইইই/ইএসআইএ রিপোর্টের ইএসএমপিতে পাওয়া যাবে। এলজিইডি যেমন ইতিমধ্যে তার নিয়মিত অর্গানোগ্রামে দক্ষ কর্মীদের সমন্বয়ে একটি ইএমইউ (পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা ইউনিট) স্থাপন করেছে, এলজিইডি কর্মকর্তার নেতৃত্বে এই ইএমইউ পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনার বিষয়গুলোতে পিআইইউকে (অর্থাৎ পিডিও) সহায়তা প্রদান করবে। আনুষ্ঠানিক সামাজিক, পরিবেশ, এবং যোগাযোগ কমিটি (এসইসিসি)। ইএমইউ/এসইসিসি ডিজাইন সুপারভিশন

ম্যানেজমেন্ট (ডিএসএম) / প্রকল্প পরিচালনা পরামর্শদাতা এবং অন্যান্য ঠিকাদারদের (প্রকল্পের ক্রিয়াকলাপ বাস্তবায়নে নিয়োজিত) তদারকি করবে এবং প্রকল্প পরিচালককে প্রেরণ করার জন্য ইএসএমপি সম্মতিতে ত্রৈমাসিক মনিটরিং প্রতিবেদনগুলি সংকলন করবে এবং তার সাথে ভাগ করে নেবে বিশ্বব্যাংক, প্রকল্প বাস্তবায়ন সময়কালে। ইএমইউ/এসইসিসি এলজিইডি ফিল্ডের কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করবে প্রোগ্রামটির বাস্তবায়ন এবং পরবর্তী প্রকল্পের সময়কালে পরিবেশের সম্মতি পর্যবেক্ষণের জন্য। সুতরাং, এলজিইডি-তে মসৃণ রূপান্তর ঘটনার পরে প্রকল্পের সময়কালে পরিবেশগত সম্মতি নিশ্চিত করতে হবে। এলজিইডি ছাড়াও বিভিন্ন সংস্থা যেমন পরিবেশ অধিদফতর (ডিওই); বন বিভাগ (এফডি); এলজিইডির; বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বিডব্লিউডিবি); সড়ক ও জনপথ বিভাগ (আরএইচডি); বাংলাদেশ কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ (বিএইডি); বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ); বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ); স্থানীয় প্রশাসন (জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন); কমিউনিটি ভিত্তিক সংস্থাসমূহ; এবং বাস্তবায়ন পর্যায়ে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা স্টেকহোল্ডার হিসেবে জড়িত থাকবে।

ক্যাপাসিটি অ্যাসেসমেন্ট বাংলাদেশ/ডব্লিউবি এর আওতায় এলজিইডি উইকেয়ারের জন্য একটি পৃথক ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্ল্যান (সিবিপি) প্রস্তুত করা হয়েছে, যেটি হবে ইএসএমএফ বাস্তবায়নের জন্য এলজিইডির সক্ষমতা তৈরির মূল গাইডিং ডকুমেন্ট।

অংশীদারদের সংযক্ততা

বর্তমান ইএসএমএফের প্রস্তুতির সময়, কর্মসূচির হস্তক্ষেপ সম্পর্কে তাদের মতামত জানতে ২ (দুটি) জেলার ৫ টি স্থানে মূল স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে প্রাথমিক পরামর্শ নেওয়া হয়েছে। যাইহোক, উইকেয়ার এলজিইডি উপ-প্রকল্পগুলোর এই ইএসএমএফ বিকাশের জন্য মাঠ জরিপ, বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে পরামর্শ, ফোকাস গ্রুপ আলোচনার (এফজিডি) প্রকল্পের আয়তন এবং অংশীদারদের ধরন বিবেচনা করে যথেষ্ট নয়। এই ঘাটতি কাটিয়ে উঠার জন্য ইএসইএ পর্যায়ে ব্যাপক মাঠ পরিদর্শন করা প্রয়োজন এবং কম্পোনেন্ট, সাব-কম্পোনেন্ট, ক্রিয়াকলাপ, সম্ভাব্য ইতিবাচক এবং নেতিবাচক প্রভাব এবং সেইসব প্রভাব প্রশমিত করতে গৃহীত ব্যবস্থাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার জন্য প্রোগ্রামের সমস্ত এলাকায় সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে বৈঠক করা দরকার। লিঙ্গ, পেশা, ধর্ম, এবং বয়স নির্বিশেষে পরামর্শ বৈঠকে প্রত্যুত্তরে দেয়া প্রত্যেক মতামত রেকর্ড করা দরকার। প্রস্তাবিত প্রকল্পের সমস্ত সাইটে ইএসআইএর প্রথমিক পর্যায়ে জনসভায় ইএসআই-এর টিওআর-এর বিবরন দিতে হবে। এলজিইডি স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে ইএসএমএফের ফলাফল ভাগাভাগি করে নেওয়ার জন্য একটি প্রকাশের কর্মশালারও আয়োজন করেছে। খসড়া ডিওই ক্লিয়ারেন্সের জন্য জমা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকলে ইএসআইএ-র অনুসন্ধানগুলোর ফলাফল একই অংশীদারদের কাছে ফিরে গিয়ে স্থানীয় ভাষায় উপস্থাপন করতে হবে। এলজিইডিকে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম করার জন্য এবং প্রোগ্রাম

বাস্তবায়ন ব্যবস্থাকে উন্নত করার জন্য পরামর্শ সভাগুলোতে ইস্যু এবং সুযোগগুলো সনাক্ত করা প্রয়োজন।

উইকেয়ারের জন্য পৃথক স্টেকহোল্ডারর্স এঙ্গেজমেন্ট প্লান (এসইপি) প্রস্তুত করা হয়েছে যা এলজিইডি উপ-প্রকল্পগুলোর জন্য প্রধান গাইড দলিল হবে। একইভাবে, এলজিইডি জেন্ডার সমস্যাগুলো দরিদ্রদের প্রয়োজনের প্রতি অংশগ্রহণমূলক এবং সহানুভতিশীল এমন পদ্ধতির মাধ্যমে মোকাবেলা করবে, বিশেষত যখন এটি মৎস্য সম্পদের পরিচালনার সাথে জড়িত। তবে, ইএসএস-এর প্রয়োজনীয়তা মিটনোর জন্য এলজিইডি দ্বারা পৃথক একক জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা (জিবিভি) রিপোর্ট প্রস্তুত এবং প্রকাশ করবে।

অভিযোগের প্রতিকার ব্যবস্থা

আরপিএফের অধীনে একটি পৃথক জিআরএম প্রস্তাব করা হয়েছে, যা বাস্তবায়নের সময় প্রকল্প জিআরএমকে গাইড করবে। পরিবেশ বিষয়ক সমস্যাগুলোর কারণে প্রোগ্রাম-প্রভাবিত ব্যক্তিদের কাছ থেকে প্রাপ্ত অভিযোগ এবং অভিযোগগুলোর প্রতিকারে জন্য উইকয়ার প্রোগ্রাম একটি অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা (জিআরএম) প্রতিষ্ঠা করবে। অভিযোগ নিবারণ কৌশল (গ্রিয়েভেন্স রিড্রেস মেকানিজম, জিআরএম) একটি মূল্যবান সরঞ্জাম যা ক্ষতিগ্রস্থদের উইকেয়ার এর ক্রিয়াকলাপগুলোর জন্য পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব সম্পর্কিত উদ্বেগের কথা বলতে সহায়তা করে। এলজিইডি নিশ্চিত করবে যে, অভিযোগের সমাধানের পদ্ধতি যথাযথ ভাবে রয়েছে এবং অভিযোগগুলো সঠিকভাবে করা হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য এই পদ্ধতিগুলো পর্যবেক্ষণ করবে। এলজিইডি অফিস উপ-প্রোগ্রাম সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাব দেওয়ার এবং পরিবেশ ও সামাজিক প্রভাবগুলোর মূল্যায়ন এবং প্রশমিতকরণ সম্পর্কিত মতবিরোধ সহ সাব-প্রোগ্রাম যে কোনও দিক সম্পর্কে অভিযোগ, বিরোধ এবং অভিযোগগুলির সমাধানের জন্য একটি পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করবে।

তথ্য প্রকাশ

তথ্য প্রকাশের প্রক্রিয়াটি সহজ হবে এবং তা সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। এখন পর্যন্ত অনুসরণ করা দু'টি গুরুত্বপূর্ণ উপায়ের মধ্যে রয়েছে ব্রিফিং উপাদান এবং কমিউনিটির সঙ্গে পরামর্শ বৈঠক। ব্রিফিং উপাদান (সবই স্থানীয় ভাষায় তৈরি করতে হবে) (ক) ব্রোশিওর আকারে (প্রকল্পের তথ্য, পিএপিগুলোকে ক্ষতিপূরণ এবং সহায়তা প্রদানের অধিকার সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ; অভিযোগ দায়েরের ব্যবস্থা) এতে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে যা স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ অফিস) এবং প্রকল্প অফিস রাখা যেতে পারে; (খ) উল্লেখযোগ্য স্থানগুলোতে পোস্টার প্রদর্শিত হবে এবং (গ) লিফলেট প্রকল্প অঞ্চলে বিতরণ করা যেতে পারে। প্রকল্পের বিভিন্ন দিক সম্র্পকে কমিউনিটি, সুবিধাভোগী টার্গেট গ্রুপ এবং ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের কাছে তুলে ধরতে

নিয়মিত বিরতিতে পরামর্শ সভাও করতে হবে। উইকেয়ারের ইএসএমএফ খসড়াটি স্থানীয় ভাবে এবং জাতীয় স্তরের স্টেকহোল্ডারদের কাছে 'এক্সেস টু দ্য ইনফরমেশন সিস্টেমে' বর্ণিত বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে। ইএসএমপি সহ আইইই, ইএসআইএ এবং ইএসএমএফ রিপোর্টের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা হবে এবং স্থানীয়ভাবে তা প্রচার করা হবে। সম্পূর্ণ প্রতিবেদন (ইংরেজী ভাষায়) এবং এর সারাংশ (বাংলা ভাষায়) এলজিইডি এবং বিশ্বব্যাংকের ওয়েবসাইটেও আপলোড করা হবে। এছাড়াও আইইই, ইএসআইএ এবং ইএসএমএফের ছাপানো কপি প্রকল্প এলাকার এলজিইডি জেলা এবং উপজেলা অফিসে পাওয়া যাবে।